লরিতে ভাঙচুর ও আগুন ● চালককে মারধর ● পথ অবরোধ ● এলাকায় আতঙ্ক

দুর্ঘটনায় ছাত্রীর মৃত্যু, রণক্ষেত্র কামারপুকুর

আক্রান্ত চালককে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

দুর্ঘটনাস্থলে চলছে পথ অবরোধ। (ইনসেটে) মৃত ছাত্রী অর্পিতা পাল।

জ্বলন্ত লরি নেভাচ্ছেন দমকল কর্মীরা।

সঞ্জীব ঘোষ

হুগলির আরামবাগ মহকুমায় দুর্ঘটনা এখন নিত্যদিনের সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বার বার প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগ তোলা হলেও দুর্ঘটনা থামাতে কোনও দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না বলে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বারে বারেই অভিযোগ উঠছে। মানুষ দীর্ঘদিন ধরেই ধৈর্যের পরিচয় দিলেও বুধবার তাঁদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে এক স্কুল ছাত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রে হয়ে উঠল হুগলির গোঘাটের কামারপুকুর কলেজ মোড়। লরিতে ভাঙচুর, আগুন, চালককে মারধর, পুলিশের লাঠিচার্জ, পথ অবরোধ ইত্যাদিতে উত্তাল হয়ে উঠল পুরো এলাকা। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও ফায়ার ব্রিগেড পৌঁছে ২ ঘণ্টার চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মৃতা ছাত্রীর নাম অর্পিতা পাল (১৭)। বাড়ি গোঘাটের কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আনুড়গ্রামে। সে আনুড় হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। বাবা দিলীপ পাল পেশায় গাড়িচালক। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে। অর্পিতা বড়। প্রতিদিনের মতো বুধবার সকালেও অর্পিতা কামারপুকুর চটীতে সাইকেলে করে টিউশন পড়তে গিয়েছিল। টিউশন পড়ার শেষে অর্পিতা ও তার বান্ধবী দুটি আলাদা সাইকেলে বাড়ি ফিরছিল। তারা যখন কামারপুকুর কলেজ গেটের সামনে পৌঁছায় তখনই জয়রামবাটীগামী একটি ১২ চাকার খালি লরি পিছন দিক থেকে অর্পিতার সাইকেলে ধাক্কা মারে। প্রত্যক্ষদর্শী রুমা ঘোষ জানান, সামনের চাকায় ধাক্কা খাওয়ার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে অর্পিতা। সে লরির পিছনের চাকায় পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই পিষ্ট হয়ে যায় লরির চাকায়। রক্তাক্ত বান্ধবীকে দেখে ঘটনাস্থলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সঙ্গে থাকা বান্ধবী। পরে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাকে সুস্থ করা হয়। তবে জ্ঞান ফেরার পর থেকেই সে কেঁদেই চলেছে। চোখের সামনে প্রিয় বান্ধবীর মৃত্যু কিছুতেই সে মেনে নিতে পারছে না। ওই সময় কলেজ গেটের সামনে কলেজ ছাত্রছাত্রীদের বেশ কিছু অভিভাবক-অভিভাবিকা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। কারণ কলেজে এখন

গোঘাট

বি.এ প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা চলছে। তাই অভিভাবকরা বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সামনেই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। রুমাদেবী জানান, এই ঘটনায় ছাত্রীটির কোনও ভুল ছিল না। সে সঠিক পথেই যাচ্ছিল। লরিটি অন্যায়ভাবে ছাত্রীটির সাইকেলে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা জানান, গাড়ির মধ্যে কোনও খালাসি ছিল না। ফলে চালক সঠিক রাস্তা বুঝতে পারেনি। তার জেরেই এই দুর্ঘটনা। এদিকে এই ঘটনার পরেই এলাকার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা ঘাতক লরিটিকে আটকে ফেলেন। চালককে গাড়ি থেকে বের করে আনা হয়। চলে গণপিটুনি। মারধর করে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর কিছু মানুষ উত্তেজিত জনতার হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করে একটি দোকানের মধ্যে ঢুকিয়ে বন্ধ করে রাখেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গোঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ লরিচালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু তখনও চালককে ঘিরে এলাকার মানুষ বিক্ষোভ দেখান। পুলিশের সামনে আরও এক প্রস্থ মারধর চলে। ফলে ধস্তাধস্তি হয় পুলিশের সঙ্গেও। পুলিশের সামনেই ক্ষুব্ধ জনতা পথ অবরোধ শুরু করেন। চলে লরিতে ভাঙচুর। ক্ষোভ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। উত্তেজিত জনতা লরির ট্যাঙ্ক থেকে ডিজেল বের করে আগুন ধরিয়ে দেন। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে লরি। অনেক চেষ্টা করেও পুলিশ ক্ষুব্ধ জনতাকে সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। পুলিশের চোখের সামনেই জ্বলতে থাকে লরিটি। পুরো এলাকা কালো ধোঁয়ায় ভরে যায়। সশব্দে একের পর এক চাকা ফাটতে থাকে। কালো ধোঁয়া গিয়ে কলেজের পরীক্ষা হলেও ঢুকে যায়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও আতঙ্ক দেখা দেয়। বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট। এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ ও র‍্যাফ নিয়ে ছুটে যান গোঘাট থানার ওসি মিঠুন ব্যানার্জী। হাজির হন আরামবাগ এস ডি পি ও কুশানুরায়। উত্তেজিত জনতাকে সামাল দিতে পুলিশ লাঠি চার্জ করে বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ। বেশ কিছুক্ষণ পর অবরোধ ওঠে। আরামবাগ থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার ব্রিগেডের দুটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে তার আগেই লরিটির বেশিরভাগ অংশই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এলাকার মানুষের অভিযোগ, জনবহুল এলাকা সত্ত্বেও সবসময় দ্রুতগতিতে যানবাহন ছুটে যায়। পুলিশের সামনেই নিয়মিত এইসব ঘটনা ঘটে। তবুও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। তাই এদিন তাঁরা যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের দাবি জানান। এ বিষয়ে আরামবাগ এস ডি পি ও কুশানু রায় বলেন, দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে।

২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতিসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ ২১ জুলাইয়ের ধর্মতলা সমাবেশের প্রস্তুতি সভা হয়ে গেল হুগলির তারকেশ্বর বিপিআর গেট তৃণমূল কার্যালয়ে। সভার আহ্বায়ক ছিলেন টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি উত্তম কুণ্ডু। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তারকেশ্বর বিধানসভার ১৫টি পঞ্চায়েতের তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ও পৌরসভার ১৫টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও কর্মী-সমর্থকরা এই সভায় যোগদান করেন। একুশে জুলাই সমাবেশে হুগলি জেলার তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা তারকেশ্বর থেকে যোগদান করবেন। এই সভা থেকে ২১ জুলাই এর তাৎপর্য কর্মীদের মধ্যে তুলে ধরেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদরা। উপস্থিত ছিলেন টাউন তারকেশ্বর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি উত্তম কুণ্ডু ছাড়াও তৃণমূল কিষাণ ক্ষেতমজুর সংগঠনের জেলা সভাপতি রামেন্দু সিংহরায়, তারকেশ্বর পৌরসভার কাউন্সিলর রূপা সরকার, কাকলি ব্যানার্জী, প্রবীর চন্দ্রসহ অন্যান্যরা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ সিংহরায়। এছাড়াও পঞ্চায়েতগুলি থেকে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান ও দলীয় এক হাজারের অধিক কর্মী-সমর্থক উপস্থিত হন। আহ্বায়ক উত্তম কুণ্ডু বলেন, প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় এবছরও রেকর্ড সংখ্যক কর্মী-সমর্থক নিয়ে ওই সভায় যাব। তার আগে আমাদের এলাকায় একটি মহামিছিলের আয়োজন করব এবং স্টিক কর্ণার করব।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ সরকারি নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয় থেকে ৪০জন শিক্ষককে পুরনিগম পরিচালিত বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করার প্রতিবাদে বুধবার হুগলি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে স্মারকলিপি প্রদান করলেন চন্দননগর চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এদিন তাঁরা একজোট হয়ে চুঁচুড়া পিপুলপাতির কাছে হুগলি জেলা শিক্ষাভবনে এসে উপস্থিত হন। সেখানে জেলা বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের সাথে এবিষয়ে কথা বলেন। তাঁদের বক্তব্য, আস্তে আস্তে সরকারি নিয়ন্ত্রিত স্কুলগুলিকে তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যার প্রতিবাদে তাঁদের এই কর্মসূচী।

মাধ্যমিকে ১০ম মোনালিসাকে সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ মাধ্যমিক রাজ্যের মধ্যে মেধা তালিকায় দশম স্থানাধিকারী খানাকুলের ঘোড়াদহ হাইস্কুলের ছাত্রী মোনালিসা সামন্তকে বুধবার এক সম্বর্ধনা দেওয়া হল। হুগলির খানাকুল-১ বি এল এণ্ড এল আর ও অফিসের পক্ষ থেকে এই সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বি এল এণ্ড এল আর ও, আর ও ছাড়াও অফিসের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গহনা চুরি, গ্রেফতার ৪ পরিচারিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ পরিচারিকা সেজে বাড়িতে ঢুকে গহনা চুরির অভিযোগে চার পরিচারিকাকে গ্রেফতার করল শ্রীরামপুর থানার পুলিশ। চাঞ্চল্যকর এই চুরির ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির বৈদ্যবাটী স্টেশন রোড সংলগ্ন পশ্চিমপাড়া এলাকায়। গত ১২ জুন এলাকারই অভিজিৎ চ্যাটার্জীর বাড়ি থেকে প্রায় ১৪ ভরি সোনার গহনা নিয়ে পালায় পরিচারিকারা। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে সোমবার কলকাতার বাগুইহাটী অঞ্চল থেকে শেফালি মাইতি ও সরস্বতী দাসকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের জেরা করে মঙ্গলবার রাতে কলকাতার কেষ্টপুর খাল থেকে আরও দুই পরিচারিকা দীপা চক্রবর্তী ও গৌরী সাউকে চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করে। বর্তমানে ধৃত চারজনই জেল হেফাজতে। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ ৪০ গ্রাম চুরি যাওয়া সোনা উদ্ধার করেছে। অন্যদিকে কোন্নগর পুরসভার ১৫নং ওয়ার্ডের মুরারী মোহন ব্যানার্জীর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটল। মঙ্গলবার রাতে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে দামি ঘড়ি ও নগদ টাকা চুরি করে চোর। মুরারীবাবুর ছেলে কাজের সূত্রে বাইরে থাকেন। সেখানে গিয়েছিলেন মুরারীবাবু। প্রতিবেশিদের কাছ থেকে খবর পেয়ে বুধবার বাড়ি ফিরে পুলিশকে খবর দেন।

শ্রমিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ হল ডানকুনির চিপস কারখানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ হয়ে গেল হুগলির ডানকুনির একটি চিপস কারখানা। প্রায় ৪০০জন শ্রমিক কাজ করেন ওই চিপস কারখানায়। শ্রমিকদের দাবি, দীর্ঘদিন তাঁদের মজুরি বৃদ্ধি হয়নি। তিন মাসে ৯০ টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানান তাঁরা। কর্তৃপক্ষ সেই দাবি মানেনি। কারখানার ম্যানেজারের দাবি, অনেকদিন ধরেই কারখানার অবস্থা খারাপ। তবুও শ্রমিকদের কথা ভেবে ধাপে ধাপে মজুরি বাড়ানোর কথা বলা হয়। আলোচনা চলছিল, তবুও এর মধ্যে অবৈধভাবে শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দেন। কারখানার গেটে বাঁশ বেঁধে আটকে রাখায় কোনও গাড়ি এদিন সকাল থেকে ঢুকতে বা বের হতে পারেনি। সমস্যা মেটাতে আলোচনার জন্য দু'পক্ষকেই ডানকুনি থানায় ডাকা হয়েছে।

খানাকুলে স্ত্রীর মাথায় কাটারির কোপ, গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্রের কোপে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম অবস্থায় স্ত্রী এখন হাসপাতালের বিছানায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। এই ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে অভিযুক্ত স্বামীকে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুলের ঠাকুরানীচক গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছরা গ্রামে। আক্রান্ত স্ত্রীর নাম প্রণতি রায়। বয়স ৫০-এর কাছাকাছি। তাঁর স্বামীর নাম তাপস রায়। তাপস পেশায় গাড়ি চালক। তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে লক্ষীকান্ত বাইরে থাকে। মেয়ে সৌমি ওঝার বিয়ে হয়ে গেছে। প্রণতিদেবীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই স্বামী তাঁকে মারধর করে। মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে কোনও কারণ ছাড়াই তাঁর উপর অত্যাচার চালায়। স্বামী, শাশুড়ি, ভাসুর সকলেই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও স্বামীকে আটকাতে পারা যায় না। স্বামীর অত্যাচার সহ্য করেই তাঁকে চলতে হয়। তিনি নিজে জব কার্ডের কাজ করেন। মাস তিনেক আগে মারধর করে তাঁর কান ছিঁড়ে দিয়েছিল। মঙ্গলবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রণতিদেবী জানান, তিনি জব কার্ডের কাজ করে বাড়ি ফিরেছিলেন। ওই সময় স্বামী মদ খেয়ে মাংস নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। নিজেই উনানে মাংস রান্না করতে থাকে। ওই সময় তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। মেয়ে সৌমি দিন পনেরো আগে বাপের বাড়িতে এসেছে। সে বাবাকে থামাকে গেলে তাকেও মারধর করে। এরপর বাড়িতে থাকা কাটারি নিয়ে প্রণতিদেবীর মাথার পিছনে বসিয়ে

দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন প্রণতিদেবী। কোনওরকমে তাঁর শ্বশুর ও ভাসুর তাপসকে আটকান। এরপর স্থানীয় ভিলেজ পুলিশ ও পরিবারের লোকেরা গুরুতর জখম অবস্থায় প্রণতিদেবীকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁর মাথায় অসংখ্য সেলাই দিতে হয়েছে। এই ঘটনায় প্রণতিদেবীর জামাই আশিস ওঝা খানাকুল থানায় বুধবার সকালে শাশুড়িকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেন শ্বশুরের বিরুদ্ধে। এরপরেই পুলিশ তদন্তে নেমে গ্রেফতার করে অভিযুক্ত স্বামী তাপসকে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে প্রণতিদেবী ও তাঁর মেয়ে সৌমি ওঝা বলেন, আমরা চাই অভিযুক্তের যেন চরম শাস্তি হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলে আরও খুশি হব।

বুধবার হুগলি জেলা পরিষদ ভবনে ২১ জুলাই শহীদ দিবসকে সামনে রেখে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি তপন দাশগুপ্ত, মন্ত্রী অসীমা পাত্র, সাংসদ অপরূপা পোদ্দার, বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, অসিত মজুমদার, রচপাল সিং, ইকবাল আহমেদ, জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদায়ী জেলাপরিষদ সভাধিপতি মেহবুব রহমান প্রমুখ। সভায় ব্লকে ব্লকে ২১ জুলাইয়ের সমর্থনে পোস্টার ও ব্যানার সমেত তৃণমূল নেতা কর্মীদের আহ্বান জানান মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত। ১৯ জুলাই চুঁচুড়ায় এক প্রস্তুতি মহামিছিলেরও ডাক দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

ছবি ঃ সুভাষ মজুমদার

বাইক-লরি সংঘর্ষ, জখম ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাইকের সঙ্গে লরির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন দুই ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বরের কাঁড়ারিয়া রোডের সত্যনারায়ণ কোল্ড স্টোরেজের সামনে। আহতদের নাম সৈকত মণ্ডল ও সুনীল মণ্ডল। তাঁদের দুজনেরই বাড়ি তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত হাউলি গ্রামে। গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকেই তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। লরিটি আটক করেছে তারকেশ্বর থানার পুলিশ। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী কলকাতায় স্থানান্তরিত জখম ব্যক্তির জ্ঞান ফেরেনি।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯
ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনস্টিক
আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।